কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৮ ❑ মার্চ-এপ্রিল ❑ ২০১৫ খ্রি. ❑ ১৭ ফাল্গুন- ১৭ বৈশাখ ❑ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
রওনক মাহমুদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
মোঃ আব্দুল মাজেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
তাহমিনা বেগম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার, প্রতিবছর প্রায় এক শতাংশ হারে কৃষি জমি কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণসহ নানাবিধ প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষকের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পৌছানো জরুরি। সে লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিস এবছরে ৫-৭ এপ্রিল ফার্মগেটের আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গনে জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৫ ও সেমিনারের আয়োজন করে। মেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল "প্রযুক্তি দিয়ে করবো কৃষি, সুখে থাকবো দিবানিশি।" মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষিমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এমপি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ জেড এম মমতাজুল করিম ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন। বিএডিসি'র স্টলে বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত সোনাই নদী রাবার ড্যামের মডেল, ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও বারিড পাইপের মডেল, আদ্রতা নিরূপন যন্ত্র, ওয়াটার লেভেল মাপার যন্ত্রসহ অনেক যন্ত্র প্রদর্শিত হয়। জলাবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহনশীল জাতের বিভিন্ন খরা সহিষ্ণু ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ প্রদর্শিত হয়। মেলায় আগত বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী স্টল পরিদর্শন করে মুগ্ধ হয়।

ভেতরের পাতায়.....

প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই- কৃষিমন্ত্রী..... ০৩
মানসম্পন্ন বীজকেই কেন্দ্রবিন্দু ধরে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান- কৃষিসচিব ০৫
দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫ জেলায় কৃষির উন্নয়নে কাজ করছে বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ০৬
একই গাছের কাণ্ডে টমেটো শেকড়ে আলু ০৭
ধান চাষের ইউরিয়া সাশ্রয়ী স্প্রে প্রযুক্তি ০৮
শোভাবর্ধনকারী গাছের গুরুত্ব ০৯
চর অঞ্চলের কৃষি পরিবেশ ও ফসল উৎপাদন ১১
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই- কৃষিমন্ত্রী

কৃষিকে লাভজনক করতে হলে কৃষির নব নব আবিষ্কার কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। যারা বিজ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অজ্ঞ। আগামি দিনে আমাদের বাঁচার জন্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও মেকানিজম এ দুয়ের সমন্বয় করতে হবে। কৃষির যন্ত্রপাতি আমাদের দেশের উপযোগী করে তৈরি করতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই।

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এমপি, ও বিএডিসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

গত ৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ফার্মগেট কৃষি খামার সড়কে আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়ামে কৃষি তথ্য সার্ভিস আয়োজিত 'জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৫ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও মেলার উদ্বোধনী বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, কৃষি বাংলাদেশের মূল চালিকা শক্তি। খাদ্য শক্তি, প্রাণ শক্তি, শ্রম শক্তি ও মেধা শক্তি ইত্যাদির উৎস হচ্ছে কৃষি। বর্তমানে বিজ্ঞানের ব্যবহারের ফলে কৃষির উৎকর্ষতা বেড়েছে। আমাদের প্রত্যেক থানায় কৃষি অফিস আছে। কৃষকের চাওয়ামাত্র তথ্য কৃষকরা পায়। কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না। তারপরও আমরা খাদ্য সংকট উত্তরণে সক্ষম হয়েছি। আমরা এখন রপ্তানি করতে যাচ্ছি। গত বছর থেকে আমরা আলু রপ্তানি করছি। আমাদের দেশে হাইব্রিডের ফলে সারা বছর সবজি পাওয়া যায়।

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৫ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "প্রযুক্তি দিয়ে করবো কৃষি, সুখে থাকবো দিবানিশি"। সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এমপি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ জেড এম মমতাজুল করিম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক জনাব মিজানুর রহমান। সেমিনারে 'কৃষি তথ্য বিস্তারে ই- কৃষি' শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. রাধেশ্যাম সরকার, প্রকল্প পরিচালক, কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষিতথ্যের প্রচলন ও গ্রামীন জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব বিজয় ভট্টাচার্য্য। বিএডিসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসিসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৫ উপলক্ষ্যে সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। মেলায় বিএডিসিসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এমপি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ জেড এম মমতাজুল করিম ও বিএডিসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন।

সময় মত
সেচ দিন
অধিক ফসল
ঘরে তুলুন

একেনেকে বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন

গত ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে বিএডিসি'র বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপার্সন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এ প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়।

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় ধরা হয়েছে ১০১ কোটি ১৮ লাখ টাকা। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২০১৯ সালের জুনের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের কাজ শেষ করবে। বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার ৩৩টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে-২৫০ কিলোমিটার খাল বা নালা পুন:খনন, ৬৬টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, ৬৬টি ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ, ৬০ সেট এক কিউসেক লো লিফট পাম্প ক্রয় ও স্থাপন, ১৪০ সেট দুই কিউসেক লো লিফট পাম্প ক্রয় ও স্থাপন, ৮০টি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে স্থাপিত ২ ও ৫ কিউসেক এলএলপির জন্য ভূপরিস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ, ৯৫ টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ, ৫০টি ফিতা পাইপ ক্রয় ও একটি অফিস ভবন নির্মাণ। এছাড়া ৬০০ জন কৃষক, ম্যানেজার অপারেটর ও ফিল্ডম্যানকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সংকলিত : দৈনিক সংবাদ ২৫-০৩-২০১৫

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পদে মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর ১৯ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেন। বিএডিসি'তে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদে কর্মরত ছিলেন।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর ১৯৮২ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএসসি (অনার্স) ও ১৯৮৪ সালে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৬ সালে ২১ জানুয়ারি তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি হবিগঞ্জে সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি মাঠপর্যায়ে কক্সবাজার সদর, টেকনাফ এবং সীতাকুন্ডে সহকারী কমিশনার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যথাক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশে বিদেশে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬০ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন।

কিশোরগঞ্জে বিএডিসি'র আলু বীজ হিমাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ২৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় ২০০০ মে:টন আলু বীজ হিমাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কিশোরগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেড মোঃ সোহরাব উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র প্রাক্তন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ রমজান আলী। পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাসান আল মামুন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক মাবীসবৃ জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইডিবি সহায়তাপুষ্ট "মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" বিএডিসি'র অঙ্গ এর উদ্যোগে এ আলু বীজ হিমাগার নির্মিত হচ্ছে।

কিশোরগঞ্জে বিএডিসি'র বীজ আলু হিমাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কিশোরগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যাড. মোঃ সোহরাব উদ্দিন

গোপালগঞ্জে আলুবীজ হিমাগার উদ্বোধন

গত ১৬ মার্চ ২০১৫ তারিখে গোপালগঞ্জে আলুবীজ হিমাগার উদ্বোধন করেন আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও গোপালগঞ্জ সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শেখ ফজলুল করিম সেলিম। ২০০০ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন আলু বীজ হিমাগারটি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। ইতোমধ্যে এ হিমাগারের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এ বছর থেকেই এ হিমাগারে বিএডিসি'র তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত আলু বীজ সংরক্ষণ করা হবে।

সংকলিত : দৈনিক ইত্তেফাক ১৬-০৩-২০১৫ইং

মানসম্পন্ন বীজকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান- কৃষিসচিব

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব ইউনুসুর রহমান

মানসম্পন্ন বীজকেই কেন্দ্রবিন্দু ধরে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কেননা কৃষি উন্নয়নে বীজ একটি মুখ্য উপকরণ। এখনও দেশে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি করে ফলন শতকরা ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। গত ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখ আইডিবি'র অর্থায়নে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা এসোসিয়েসন (ISTA) এর স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে বিএডিসি'র গাবতলীস্থ বীজ পরীক্ষাগারে অনুষ্ঠিত "আধুনিক বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন" শীর্ষক দিনব্যাপি সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব ইউনুসুর রহমান একথা বলেন। উক্ত সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আনোয়ার ফারুক বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন। বিএডিসি'র প্রাক্তন সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল হক, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের বীজ সরবরাহ ও মনিটরিং বিশেষজ্ঞ জনাব মোঃ নাজমুল হুদাসহ বিএডিসি, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থা হতে কর্মকর্তারা এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ পদ্ধতি ও মানসম্পন্ন বীজ, ধান, সবজী, ডাল-তৈল বীজ, আলুবীজ ও পাটবীজ পরীক্ষায় বিএডিসি'র বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাদি এবং আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা এসোসিয়েশনের স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে কি কি সুবিধাদি থাকা দরকার বা কি কি করণীয় এ বিষয়ে মোট ৭টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলামের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

বিএডিসি'র বীজ পরীক্ষাগার গুলো আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা এসোসিয়েশনের (ISTA) স্বীকৃতি (Accreditation) পাওয়ার লক্ষ্যে সেমিনার হতে প্রাপ্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পরামর্শ দেয়া হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে খাদ্য রপ্তানি হচ্ছে। বীজ রপ্তানির প্রক্রিয়াও চলছে। ISTA Accreditation এর মাধ্যমে বীজ রপ্তানি নিশ্চিত হবে এবং দেশে-বিদেশে সরকারি সংস্থা হিসেবে বিএডিসি'র ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। দিনব্যাপি এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র প্রাক্তন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ রমজান আলী।

বিএডিসি'র মাধ্যমে নির্মিত আলুবীজ হিমাগার উদ্বোধন

গত ২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখে শেরপুরের নকলা উপজেলার পাঠকাটা গ্রামে বিএডিসি'র মাধ্যমে নির্মিত আলু বীজ হিমাগার উদ্বোধন করেন স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হায়াতুল্লাহ ফকির। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র প্রাক্তন সদস্য পরিচালক বীজ ও উদ্যান জনাব মোঃ রমজান আলী। সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল হক, জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন, পুলিশ সুপার জনাব মেহেদুল করিমসহ স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, উপকারভোগী কৃষকভাইরা ও বিএডিসিসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলু উৎপাদনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে আলু বীজ সংরক্ষণের জন্য এ হিমাগারটি নির্মাণ করা হয়েছে। নকলা হিমাগারের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম জানান, এবার এ হিমাগারের আওতায় ২০০ একর জমিতে আলু বীজ সংগ্রহের জন্য "কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স" হিসেবে চাষিদের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। এছাড়া এক হাজার ৫শত মেট্রিক টন আলুবীজ এ হিমাগারটিতে সংরক্ষণ করা যাবে। হিমাগারটি চালু হওয়ায় এলাকার ৫০০ পরিবার এতে লাভবান হবে ও কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। সংকলিত : দৈনিক ইত্তেফাক ২৫-০৩-২০১৫ইং

দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫ জেলায় কৃষির উন্নয়নে কাজ করছে বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ৫ জেলা ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর শরীয়তপুরের ২৮টি উপজেলায় আধুনিক ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি প্রচলনের মাধ্যমে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে প্রকল্পটির ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক বলে জানিয়েছেন কৃষি সংশ্লিষ্টরা। জানা গেছে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। কৃষি সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে খাল, নালা খনন ও পুনঃখননসহ বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন লো- লিফট পাম্প ব্যবহারের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার ফোর্স মোড টিউবওয়েল এবং বারিড পাইপ স্থাপনের মাধ্যমে ১১ হাজার ৪৯৬ হেক্টর কৃষি জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করছে এ প্রকল্পটি। এ ছাড়া কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে সেচ বহির্ভূত জমি সেচের আওতায় আনতে বিভিন্ন

বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে খননকৃত খাল

কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০১১ সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলতি ২০১৫ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হবে বলে জানা গেছে। প্রকল্পের সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৯৫ কোটি টাকা। ইতোমধ্যেই প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় ১৫১ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। একই সময়ে ১১২টি ২ কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপনসহ ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ এবং একই সংখ্যক পাম্পহাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৫টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসনসহ ছোট ও বড় আকারের ১৭৭টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ সময়ে ১৪৯ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ৪৫টি ২ কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ এবং ছোট ও মাঝারি আকারের ৬১টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে বলে জানা গেছে।

সামগ্রিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক পরিতোষ কুমার কুণ্ডু দৈনিক পাঞ্জেরীকে জানান, প্রকল্পের আওতাধীন ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় বিভিন্ন প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ছাড়াও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে তাদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার কৃষি প্রযুক্তির প্রচলন ও সম্প্রসারণ ঘটছে এবং কৃষকরা কৃষিতে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। এতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।

সংকলিত : দৈনিক পাঞ্জেরী
০১-০৪-২০১৫ইং

বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে নির্মিত হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) পদে রওনক মাহমুদ এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব রওনক মাহমুদ গত ২৬ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

জনাব রওনক মাহমুদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৬ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। চাকুরী জীবনে তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পদে সুনামের সাথে চাকুরী করেছেন। তিনি দুই সন্তানের জনক। তাঁর নিজ জেলা পটুয়াখালী।

একই গাছের কাণ্ডে টমেটো শেকড়ে আলু

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) পটিয়া উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে একই গাছের কাণ্ডে টমেটো ও শেকড়ে গোল আলুর পরীক্ষামূলক চাষে সফলতা পেয়েছে। এক বছর ধরে বিএডিসি একই গাছের কাণ্ডে টমেটো ও শেকড়ে গোল আলু উৎপাদনে পরীক্ষামূলকভাবে দেশের বিভিন্ন উদ্যানগুলোতে চাষ করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। আগামী বছর ২০১৬ নাগাদ বাণিজ্যিকভাবে কৃষকদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত আলু ও টমেটো চারার সাথে গ্রাফটিং পদ্ধতির জোড়া কলম) একই গাছে আলু ও টমেটো চাষ ছড়িয়ে দেয়া হবে।

কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত পমেটো গাছ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) গত বছর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চট্টগ্রামের পটিয়া উদ্যান উন্নয়নসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের সাতটি উদ্যানে এবং বরিশালে এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে ও কৃষকপর্যায়ে মুন্সীগঞ্জে এবং মানিকগঞ্জে প্রাথমিকভাবে গ্রাফটিং পদ্ধতিতে একই গাছের কাণ্ডে টমেটো ও শেকড়ে গোল আলু গাছ রোপণ করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। তা ছাড়া প্রতিটি গাছেই বাম্পার ফলনও হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও নতুন পদ্ধতিতে রোপণ করা গাছে ফসল উৎপাদনে তারতম্যও দেখা গেছে। যেসব জায়গায় গ্রাফটিং পদ্ধতিতে একই সাথে আলু ও টমেটোর উৎপাদন ভালো হয়েছে সেসব জায়গায় গড়ে প্রতিটি গাছে কাণ্ডে আড়াই থেকে তিন কেজি টমেটো এবং শেকড়ে (গোড়ায়) সাড়ে ৪০০ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত গোল আলু উৎপাদন হয়েছে। একই গাছে কাণ্ডে টমেটো ও শেকড়ে গোল আলু উৎপাদনে বিএডিসি অভূতপূর্ব সফলতা ইতোমধ্যে দেশজুড়ে কৃষকসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। বিএডিসি পটিয়া উদ্যান উন্নয়নের যুগ্মপরিচালক ইদ্রিস মিয়া বলেন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন ইতোমধ্যে বিভিন্ন উন্নত জাতের ফসল উৎপাদনে এই সাফল্য পেয়েছে। তেমনিভাবে গ্রাফটিং পদ্ধতিতে গোল আলু চারার সাথে টমোটো চারা গ্রাফটিং (জোড়া কলম) পদ্ধতিতে একইসাথে আলু ও টমেটোর চাষ দেশের কৃষি উৎপাদনে অভূতপূর্ব একটি নতুন সংযোজন। তিনি বলেন, পটিয়ায় উদ্যানের নিজস্ব মাঠে স্বল্প পরিসরে গ্রাফটিং পদ্ধতির টমেটো (আলু গাছ ও টমেটো গাছে গ্রাফটিং) চাষ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কাণ্ডে থোকায় থোকায় উন্নতমানের টমেটো ধরেছে। মাটির নিচে শেকড়ে ধরেছে গোল আলু। তিনি বলেন আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে ফসল তেমন ভালো না হলেও এ সফলতা এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তিনি বলেন, বাণিজ্যিকভাবে টমেটো চাষ কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিএডিসি'র উপব্যবস্থাপক উদ্যান ড. ইসবাত বলেন, ডায়মন্ড জাতের গোল আলু বারি জাতের টমেটো চারার সাথে গ্রাফটিং পদ্ধতিতে (জোড়া কলম) উদ্ভাবিত একই গাছের কাণ্ডে টমেটো ও শেকড়ে গোল আলুর উৎপাদন বিদেশের বেশ কয়েকটি দেশে অনেক আগেই শুরু হয়েছে। গত বছর থেকে আমরা বাংলাদেশে নতুন পদ্ধতির একই সাথে টমেটো ও গোল আলু পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছি। এ সময় তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে বিএডিসি নতুন জাতের আরো একটি সবজিরও পরীক্ষামূলক উৎপাদনে গেছে। সে সবজিটির নাম হলো টমাটিলো। টমাটিলো হলো পুরো পাতা দিয়ে আচ্ছাদিতভাবে উৎপাদিত উন্নতমানের টমেটো জাতীয় সবজি। তিনি আশা করছেন আগামী বছর ২০১৬ সালে নতুন উদ্ভাবিত টমাটিলো ও টমেটোর চাষ কৃষকদের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এই নতুন পদ্ধতির টমাটিলো ও টমেটো চাষ করে এলাকার কৃষকেরা লাভবান হবেন। সংকলিত : দৈনিক নয়াদিগন্ত ১৭-০৩-২০১৫

বিএডিসি'র নিয়ন্ত্রক (অডিট) ড. মোয়াজ্জেম হোসেন এর যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গত ৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বিএডিসি'র নিয়ন্ত্রক (অডিট) ড. মোয়াজ্জেম হোসেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি বর্তমানে বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। ড. মোয়াজ্জেম হোসেন গত ১৬ জুন ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নিয়ন্ত্রক (অডিট) পদে যোগদান করেন। বিএডিসি'তে যোগদানের পূর্বে তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ড. মোয়াজ্জেম হোসেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে মৎস্য বিজ্ঞানে বিএসসি (অনার্স) এবং এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বিসিএস ইকোনমিক ক্যাডারের একজন সদস্য হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি জাপান সরকারের মনবুশো বৃত্তি নিয়ে জাপানের Mie National University থেকে সামুদ্রিক পরিবেশ (মেরিন ইকোলজী) বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি পরিকল্পনা কমিশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দেশ বিদেশে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তার নিজ জেলা ময়মনসিংহ।

ধান চাষের ইউরিয়া সাশ্রয়ী স্প্রে প্রযুক্তি

মোঃ আরিফ হোসেন খান, যুগ্মপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, রাজশাহী

২০০৮ সালে টাঙ্গাইলে ঘাটাইলের চাষি জনাব মোঃ আব্দুল আজিজের ২/৩ কেজি ইউরিয়া সার স্প্রে করে ৩৩ শতক বা এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করা যাবে এমন তথ্য চ্যানেল আইএর মাধ্যমে উপস্থাপিত হলে দেশে এ বিষয়ে ব্যাপক বিতর্কের সূচনা ঘটে। এটা সম্ভব নয় বলে এবিষয়ে অধিকাংশ কৃষিবিদ/ কৃষি বিজ্ঞানী তাৎক্ষনিকভাবে মত দেন। পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রদানের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং এ সূত্র ধরে ২০০৯ সাল থেকে আমি উদ্ভাবিত তরল সার ম্যাজিক গ্রোথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়টি পরীক্ষা নীরিক্ষা শুরু করি এবং এক সময় ধান চাষের মোট প্রয়োজনীয় ইউরিয়া সারের শতকরা ৪০% সাশ্রয় করেও ২০% পর্যন্ত ধানের ফলন বৃদ্ধি সংক্রান্ত ধান চাষের ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হই এবং বিষয়টি দেশের কৃষির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্ট গবেষকগণকে অবহিত করি। বিষয়টি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। একই সাথে ধান গাছে স্প্রের মাধ্যমে ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তিটি কৃষকদের জন্য সহজ এবং লাগসই হিসাবে কিভাবে উপস্থাপন করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা করতে থাকি এবং এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ধান চাষে খুব সহজে ৩০-৩৫% ইউরিয়া সার সাশ্রয় করেও ১০% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ২০১১ সাল থেকে এ বিষয়টি বিএডিসির বিভিন্ন খামার, চুক্তিবদ্ধ চাষি/ সাধারণ চাষির জমিতে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে প্রযুক্তিটি যে কার্যকর সে বিষয়টি সমন্ধে ১০০ ভাগ নিশ্চিত হয়েছি। বিষয়টি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ কর্ণধার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের গভর্ণেন্স ইনোভেশন ইউনিটসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেছি। এ প্রযুক্তিটির নামকরণ করেছি ধান চাষের ইউরিয়া স্প্রে প্রযুক্তি। বিষয়টি দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকাতে গত ৭/১২/১৩ তারিখের ৫ নং পাতায়, ১৩/১২/১৩ তারিখের ২৫ নং পাতায় এবং ১৭/২/১৫ তারিখের ৮ নং পাতায় সবিস্তারে গুরুত্বসহকারে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

ধান গাছে ইউরিয়া স্প্রে করছেন একজন কৃষক

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিটি সারা দেশে শত শত বিঘা জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে প্রতিক্ষেত্রেই চাষিরা উপকৃত হচ্ছেন। সহজ এবং লাগসই এ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে চাষিদের বাড়তি কোন খরচও হচ্ছে না। কারণ তারা বিভিন্ন অনুখাদ্য বা বালাইনাশক প্রয়োগের সাথে সমন্বয় করে প্রযুক্তিটি প্রয়োগ করছেন। উল্লেখ, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের চাষিরা উচ্চফলনশীল ধান চাষে বিভিন্ন ধরণের অনুখাদ্য বা বালাইনাশক ২-৪ বার পর্যন্ত স্প্রে করে থাকে। এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে ধান চাষে ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমে গেলেও নাইট্রোজেনের ব্যবহার কমে না কারণ পাতায় প্রয়োগ করলে ইউরিয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রয়োগকৃত ইউরিয়ার শতকরা ৯০ ভাগের চেয়ে বেশি কাজ করে থাকে। আমরা সকলেই জানি যে মাটিতে ইউরিয়া ছিটিয়ে প্রয়োগ করলে তার ৭০ ভাগের চেয়ে বেশি বিভিন্ন ভাবে অপচয় হয়ে থাকে। পাতায় ১ কেজি ইউরিয়া প্রদান করলে তা মাটিতে প্রয়োগের ৪ কেজির সম পরিমান কাজ করে থাকে বলে সাম্প্রতিক সময়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে ধানের জমিতে ইউরিয়া দ্রবণ ছড়িয়ে দেবার জন্য ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয় জাতীয় টেলিভিশনের মাধ্যমে সে দেশের চাষিদেরকে বিষয়টি অবহিত করছেন । ডিডি কোলকাতা থেকে প্রচারিত "কৃষি দর্শন" অনুষ্ঠান প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা ৬.০০-৬.৩০ মিনিটে প্রচারিত হয়। আমার ফেসবুক এর টাইম লাইনে এ সংক্রান্ত গবেষণার বিস্তারিত তথ্য এবং ভিডিও ক্লিপ দেওয়া রয়েছে। ফেসবুক টাইম লাইনে যেতে arif.kbd_63@yahoo.com লিখে সার্চ দিন। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ধান চাষের ইউরিয়া স্প্রে প্রযুক্তির বিষয়টি বিভিন্ন মৌসুমে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা উপস্থাপন করা হলো। প্রযুক্তিটি শুধু ধান নয় অন্যান্য সকল কৃষি ফসলে প্রয়োগ করা যাবে তবে এ ক্ষেত্রে ইউরিয়া এবং পটাশের ঘনত্বের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপক পরিসরে প্রয়োগের পূর্বে ১১ শতক জমিতে ব্যবহার করে প্রযুক্তিটির কার্যকারিতা যাচাই করে নেবার জন্য অনুরোধ করছি।

ধান চাষে এ প্রযুক্তি ব্যবহারে যে সুফল পাওয়া যাবেঃ-

১) মাটিতে ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমে যাবে শতকরা ৫০% এবং সামগ্রিকভাবে শতকরা ৩০-৩৫%।

২) ধানের ফলন বৃদ্ধি পাবে শতকরা ১০% পর্যন্ত যা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৩) সংকটকালীন সময়ে (কৃত্রিম সার সংকট/ সাময়িক খরা/ জলাবদ্ধতা/সিরিয়াল সমস্যা/পাম্প নষ্ট হওয়া) চাষি অল্প পরিমাণ ইউরিয়া স্প্রের মাধ্যমে ব্যবহার করে তার ফসলকে রক্ষা করতে পারবে। এছাড়া মাটির অন্য যে কোন সীমাবদ্ধতাকে পাশ কাটিয়ে ধান গাছে নাইট্রোজেন সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

(চলবে)

শোভাবর্ধনকারী গাছের গুরুত্ব

রিপন কুমার সিকদার, সহকারী পরিচালক, উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

যখন কেউ তার নিজস্ব রুমটিকে বিভিন্ন ধরনের শোভাবর্ধক গাছ দ্বারা সুসজ্জিত করে তখন শুধু শ্যামলিমাই তৈরি হয় না বরং তার শরীর, মন ও আত্মার সাথে এক সুনিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয় যা তার জীবনের গুণগত মানকে একটু হলেও উন্নত করে। এই আত্মিক সম্পর্কের পাশাপাশি পরিবেশটিও হয়ে ওঠে শান্তিপূর্ণ ও আরামদায়ক। হাউজপ্লান্ট এর কিছু গুণগত দিক নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

কর্মক্ষেত্রে গাছ :
কর্মক্ষেত্রের লোকদের এবং গ্রহীতাদের জন্য গাছ মনোরম ও আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করে। সম্প্রতি এক ব্রিটিশ গবেষণায় দেখা গেছে যে, কর্মক্ষেত্রে কাজ ও গাছের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক (Correlation) রয়েছে যা এমপ্লয়িদের কর্মউদ্দিপনা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা কমাতে সহায়তা প্রদান করে। ওয়াশিংটন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবে কাজ করে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে ল্যাবে বিভিন্ন গাছ আছে সেখানকার ছাত্র- ছাত্রীরা তুলনামূলকভাবে কম বানান ভুল করেছে।

বাতাস পরিষ্কারক হিসেবে :
অধিকাংশ লোক জানে যে, গাছ কার্বন-ডাই- অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। গাছ বাতাস থেকে প্রায় ৮৭ ভাগ উদ্বায়ী যৌগকে দূর করতে সহায়তা করে। একটি মজার বিষয় হল হাউজপ্লান্ট ফরমালডিহাইড (ভিনাইল, সিগারেটের ধোয়া ও বাজারের ব্যাগে পাওয়া যায়), বেনজিন ও ট্রাইক্লোরোইথিলিন (মনুষ্য নির্মিত ফাইবার, কালি, রং ও বিভিন্ন দ্রব্যে পাওয়া যায়) এর মত দুষ্ট গ্যাসকেও শোষণ করতে সহায়তা করে যা নাসা'র এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। নাসা এটাও সুপারিশ করেছে ৬-৮ ইঞ্চি সাইজের টবে লাগানো ১৫-১৮ টি গাছ ১৮০০ বর্গফুট এলাকার বাতাসকে পরিস্কার করে।

বিভিন্ন প্রকার শোভাবর্ধনকারী গাছ

আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে গাছ :
সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছ আর্দ্রতা ত্যাগ করে যা গাছের চারপার্শ্বের বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে এবং ডাস্টের পরিমাণ কমায়। সাধারণত গাছ যে পানি গ্রহণ করে তার ৯৭ ভাগই ত্যাগ করে। বেশ কিছু গাছ একসাথে রুমে রাখলে রুমের আর্দ্রতা বাড়ানো সম্ভব যা শুকনো ত্বক, ঠান্ডা, গলা ব্যাথা এবং শুকনো কাশির মত রোগ কমাতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতায় গাছ :
হাসপাতালের রুমে গাছ থাকলে সার্জারী রোগী দ্রুত সেরে উঠে, কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। গাছ না থাকা রুম থেকে গাছ থাকা রুমের রোগীরা কম ব্যাথা, কম রক্তচাপ, কম ক্লান্তি ও কম দুশ্চিন্তা অনুভব করে এবং তারা হাসপাতাল থেকে দ্রুত বাসায় যেতে পারে। অন্য এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসমস্ত অফিসে গাছ আছে সেখানে অসুস্থতার মাত্রা শতকরা ৬০ ভাগের বেশি কমে যায়। হর্টিকালচার থেরাপিস্টদের মতে, গাছ অ্যালঝেইমার রোগীদের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে এবং হতাশা কমাতে সাহায্য করে।

জার্নাল অব এনভায়রনমেন্টাল সাইকোলজির এক গবেষণায় দেখা দেখা গেছে যে, যেসমস্ত লোকদের বাসায় গাছ আছে তারা তুলনামূলকভাবে ভাল মনের এবং কম ক্লান্তি অনুভব করে। স্বাস্থ্যর উন্নতি এবং ক্লান্তি দূর করার জন্য ৮ ইঞ্চি ব্যাসের টবে একটি বড় শোভাবর্ধনকারী গাছ প্রত্যেক ১২৯ বর্গফুট দূরত্বে রাখুন।

ধুমপায়ীদের উপকারিতায় গাছ:
একটি থেকে দুটি গাছ বাসায় রাখলে তা সিগারেটের বাতাসবাহিত রাসায়নিক পদার্থকে দূর করতে সহায়তা করে থাকে। এক্ষেত্রে পিস লিলি (Peace Lily) অন্যতম।

অন্যান্য উপকারিতায় গাছ :
কিছু গাছ যেমন ঘৃতকুমারি (Aloevera) পুড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারে। তবে রাখুন না একটি গাছ আপনার ব্যালকনিতে। টবের গাছ নতুন আইডিয়া তৈরিতে এবং আপনার আইডিয়াকে সুন্দর করতে সহায়তা করে। ইউক্যালিপটাসকে যদিও পরিবেশবিদরা আমাদের দেশের জন্য ক্ষতিকর বলে অভিহিত করছেন তারপরও এটি কফ ও শ্লেষ্মা দূর করতে সহায়তা করে।

৩-৪ টি শোভাবর্ধনকারী গাছ বাড়িতে রাখলে এগুলো প্রাকৃতিক হিউমিডিফায়ার এর কাজ করবে।

বিএডিসি'র ৯ টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ১৪ টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে বিভিন্ন শোভাবর্ধনকারী গাছ পাওয়া যায়। যেখান থেকে খুব সহজেই শোভাবর্ধনকারী সংগ্রহ করা যাবে।

ভাল বীজে
ভাল ফসল

মানসম্পন্ন বীজসরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের সহায়তায় ও বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ১১-১৩ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বীজ পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বীজ ভবন, বিএডিসি, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারি পর্যায়ে যারা নিজেরাই বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ করে বীজ ব্যবসা করে আসছে এইরূপ ২৫ জন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনাব মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, যুগ্মসচিব, ইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের সীড সাপ্লাই ও মনিটরিং এক্সপার্ট ড. মোঃ নজমুল হুদা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ১৩টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বীজ প্রযুক্তির আলোকে মানসম্পন্ন বীজের গুণাগুন, বীজ উৎপাদনে আধুনিক কলাকৌশল, বীজ মাঠ পরিদর্শন পদ্ধতি, বীজ পরীক্ষাগার, বীজ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান, বীজ শুকানো, বাছাই, ফিউমিগেশন প্রয়োগ, একটি প্রসেসিং প্ল্যান্ট তৈরির কলা কৌশল, International Seed Testing Association এর আলোকে বীজের নমুনা সংগ্রহ, আদ্রর্তা নির্ণয়, বীজ নমুনার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা, বীজ গজানোর জন্য বীজ বসানো ও চারা মূল্যায়নের উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বীজ নীতিমালা, বীজ আইন ও বীজ বিধিমালার উপরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ হতে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে প্রশিক্ষণার্থীগণ আরোও আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বীজ পরীক্ষা করে মানসম্পন্ন বীজ কৃষকদের মাঝে বিতরণ করতে সক্ষম হবে। এতে দেশে কৃষকগণ মানসম্পন্ন বীজ বপন করে অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারবে। ফলে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক বীজ উইং জনাব আনোয়ার ফারুক

জনাব মোঃ আজিমউদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং এবং জনাব নেসার উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র এগ্রিকালচারাল ইকোনমিস্ট, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব আনোয়ার ফারুক, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষিমন্ত্রণালয় মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের কৃষি খাতকে আরও শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ড. এ কে এম আব্দুল আজিজ, যুগ্মপরিচালক, বিএডিসি সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে এসে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং লব্ধ জ্ঞান কৃষকের কল্যাণে ব্যয় করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে অবদান রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) যুগ্ম সচিব জনাব মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

এ.বি.এম গোলাম মনছুর, উপপরিচালক (টিসি), বিএডিসি মালতি হিমাগার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল অক্টোবর /২০১৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর 'Seed Science & Technology' বিভাগ হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি প্লান্ট প্যাথলজি বিভাগের প্রফেসর ড. ইসমাইল হোসেন এর অধীনে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেন। তার থিসিসের শিরোনাম ছিল, 'Integrated management Practices for Quality Seed Potato Production of Variety Diamont and their Effect on Storage." তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

চর অঞ্চলের কৃষি পরিবেশ ও ফসল উৎপাদন

ড. বশির আহম্মেদ, উপব্যবস্থাপক, পাট বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

বাংলাদেশ ২০°৩৪' থেকে ২৬°৩৬' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১' থেকে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত একটি দেশ। এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ ভূমি। দেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.। যারমধ্যে স্থল ভূমির পরিমাণ ১,৩৭,৪৮০ বর্গ কি.মি.। আভ্যন্তরীণ জলভাগ ১০,০৯০ বর্গ কি.মি.। বাংলাদেশের স্থলভাগের পরিসীমা মোট ৪২৪৬ কি.মি. যার মধ্যে ভারতের সাথে সীমানা ৪,০৫৩ কি.মি. এবং মায়ানমার এর সাথে সীমানা ১৯৩ কি.মি.। এছাড়া দক্ষিণে সাগর উপলকূলীয় পরিসীমা ৫৮০ কি.মি.। বাংলাদেশ আয়তনে ছোট দেশ হলেও এর রয়েছে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে ব্যাপক পরিবেশগত বৈচিত্র এবং বিশাল উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের সমাহার। এ দেশে বহমান প্রধান নদ নদী যেমন:- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহের ফলে চর অঞ্চল গঠিত হয়েছে, ফলে ভূমিবন্ধুরতায়ও এসেছে বৈচিত্র। বাংলাদেশের প্রায় ৮০% স্থল বন্যা প্লাবিত সমভূমি, যা গঠিত হয়েছে দেশের প্রধান নদ নদী এবং এদের শাখা ও উপনদীর সক্রিয় প্রবাহের ফলে। ভূমিক্ষয় ও নদী ভাংগন এদেশের বৃহৎ সমস্যা। এছাড়া বেলেমাটি, মাটির স্বল্প পানি ধারণ ক্ষমতা, কম পুষ্টি উপাদান, বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- সুনামী, ঘূর্ণীঝড়, সিডর, আইলা, মহাসেন, হেরিকেন ইত্যাদি কারণে পরিবেশগত বিভিন্ন প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়েছে। যার বিরূপ প্রভাব সংস্পর্কিত কৃষি পরিবেশিক অঞ্চলে ফসল উৎপাদনের উপর পরেছে।

চর গঠিত হতে পারে দুই ভাবে যেমন-১) সম্পূর্ণরূপে জল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে নদী চ্যানেলে দ্বীপ সৃষ্টি করে এবং ২) কোন নদী তীরের সাথে সংযুক্ত হয়ে। ১৯৫০ সালের দিকে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রধানত ধান চাষ করা হতো। তবে লবনাক্ততা বৃদ্ধি এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ফসল উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ১৯৫০-৬০ সালে বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থার সহযোগিতায় বেড়িবাধ এবং পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরির মাধ্যমে ধান উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে এ অঞ্চল প্রাকৃতিক পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন (ঘূর্ণীঝড়, বন্যা, খরা, নদী ভাংগন ইত্যাদি) হয়েছে, যেমন- তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময় পরিবর্তন যার প্রভাব প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমি এবং সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির উপর পরছে।

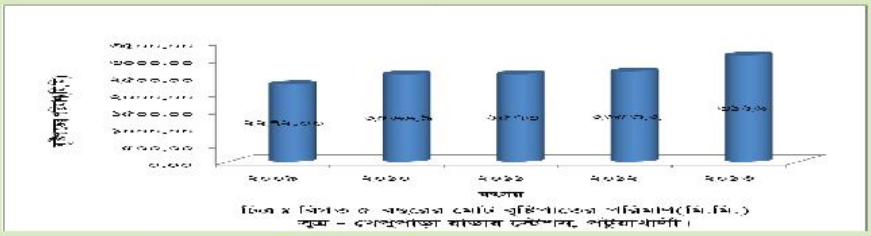

চিত্র ৪ বিগত ৫ বছরের মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ(মি.মি.)
সূত্র – বোলুপাড়া মাজান স্টেশন, কাপ্তাইখাল্টি।

ছক- মাসিক বৃষ্টিপাতের প্রতিবেদনঃ (২০০৯ হতে ২০১৩ সাল)

মাসের নাম	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)				
	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
জানুয়ারী	০.০০	১৯.৯	০	৯	০
ফেব্রুয়ারী	০.০০	১৭	০	০	১
মার্চ	২.০০	০	০	৯৪	০
এপ্রিল	৪৫.০০	৫	০	১৫০.২	৬৮
মে	১৯৯.০০	৩৭০	২৮৩	১২২	৬৫৮
জুন	২২২.০০	৬৮১	৫৪২	৪১৪	৩৯১
জুলাই	৭৬১.০০	৩৪০	৮০২	৬৪১	৬৬৭
আগষ্ট	৪৩৫.০০	২৫৯	৫১৬	৩৯২	৩৯৫
সেপ্টেম্বর	৩১৮.০০	২৩৬	৩৪৫	৪৮৪	৫৩২
অকটোবর	২৩৯.০০	৬০৪	৮৫	২৫৯	৪১৪
নভেম্বর	৫১.০০	৩০	০	৭৮	০
ডিসেম্বর	০.০০	৫	০	১০	০
মোট বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	২২৭২.০০	২৫৬৬.৯	২৫৭৩	২৬৫৩.২	৩১২৬

বিগত ৪ বছরের দক্ষিণাঞ্চলের মাসিক গড় তাপমাত্রা

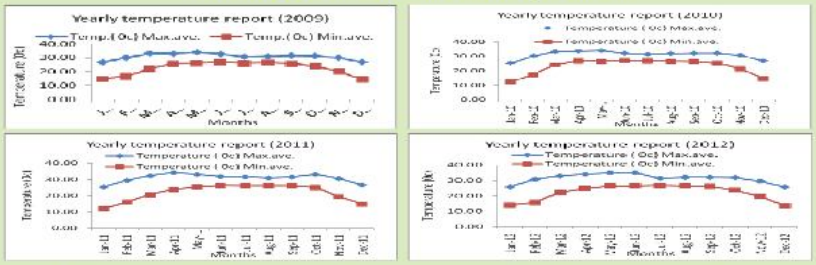

মন্ডল (২০০৮), বিভিন্ন রকমের তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করে বিবৃত করেন যে, বাংলাদেশের কৃষির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিম্নরূপঃ

১) উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা ও লবণাক্ততার প্রভাব বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় জাতের ফসলের উৎপাদন সীমাবদ্ধ হয়ে পরছে।
২) আকস্মিক বন্যার নিবিড়তা বাড়ছে ফলে মেঘনা বেসিনে দন্ডায়মান বোরো ধান ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।
৩) নদী ভাংগনের ফলে জমি সম্পর্কিত নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা সমূহ কমে আসছে এবং নদীর তলদেশে পলি জমার কারণে
জলাবদ্ধতা ও পানি নিষ্কাশন ব্যাহত হওয়ায় চরের অধিবাসীদের ফসল উৎপাদনের উপায় সীমিত হয়ে আসছে।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে কৃষির পরিবেশিক অবস্থা ও ফসল উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে যদিও সকল উপাদানের গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা সমান নয়।

* ফসল নির্বাচন, লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং উচ্চ ফলনশীল (উফশী), রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত নির্বাচন। যেমন-বিআর ৩, বিআর ১১, ব্রিধান ৫১, ব্রিধান ৫২, ব্রিধান ৫৪। এরমধ্যে ব্রি ধান ৫২ জাতটির ব্যবহার দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের মাঝে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

* সাদা মোটা, লাল মোটা, কুটিঅগ্রায়নী ইত্যাদি স্থানীয় জাত। এ ছাড়া স্থানীয় উন্নত জাত যা চাষী কর্তৃক বংশানুক্রমে প্রতিপালন করা হয়। যেমন- বাদাম (চিকন), বালাম (মোটা), বাশফুলি, শীতাভোগ, বৌরানী, লক্ষ্মীবিলাস, রাজাশাইল ইত্যাদি স্থানীয় আমন জাতের ধান।

* বিনা ৮, বিনা ১০, ব্রিধান ২৮, ব্রিধান ৪৭ ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল (উফশী) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত বোরো মৌসুমের জন্য নির্বাচন।

* ভদ্রা গ্রিমি এবং খৈয়া ধান নামে আউশের দুটি স্থানীয় জাত চাষিদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়।

* এ ছাড়া নেরিকা মিউটেন্ট এ অঞ্চলে বোরো মৌসুমের জন্য ভবিষ্যতে জনপ্রিয় হতে পারে

* সর্বনিম্ন/ বিনাচাষে ফসল উৎপাদন - মিষ্টি কুমড়া, লাউ, তরমুজ, বাংগী ইত্যাদি কুমড়া পরিবারভূক্ত সবজি বা ফসল উৎপাদন।

* মালচিং আলু, তরমুজ, বাংগী, মিষ্টি কুমড়া, লাউ,করলা, উস্তে ইত্যাদি।

কৃষি পরিবেশিক অঞ্চলঃ কৃষি পরিবেশিক অঞ্চলের নাম নতুন মেঘনা মোহনা প্লাবনভূমি।

* কভার ক্রপস-ডাল ও তৈল জাতীয় ফসল, যেমন- মুগ, মসুর, খেসারী, ফ্যালন, তিল, সরিষা, সূর্যমূখী বাদাম ইত্যাদি।

* ফসলের অবশিষ্টাংশ-কম্পোস্ট, খড়কুটার ছাই।

* মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনা, সবুজ সার, জৈব সার প্রয়োগ, ভূমি উন্নয়ন, লবণাক্ততা প্রতিরোধে পানি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

* মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের সর্বাধিক ব্যবহার-লবনাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত ব্যবহার, শস্য পর্যায়, ফসল চক্র, সবুজ সার উৎপাদন।

* মালচিং এর মাধ্যমে মাটির আদ্রতা সংরক্ষণ।

* ফসলের মাঠের পুষ্টি উপাদান নিয়মিত নির্ণয় করা।

* সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা-পরিচর্যাগত, জৈবিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক, জেনেটিক প্রযুক্তি এবং আপদনাশক ব্যবহার।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিএডিসি'র দশমিনা বীজ বর্ধন খামার, পটুয়াখালী এর মাধ্যমে যে বীজ বর্ধন করা হচ্ছে তা দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ফসল উৎপাদনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করছে। ধানের স্থানীয় অন্যান্য জাতের পাশাপাশি বিআর ১১, ব্রিধান ৫১, ব্রিধান ৫২, ব্রিধান ৫৪ ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। কৃষক নিজ উদ্যোগে যারা উল্লিখিত উফশী জাতের ধান আবাদ করছে তাদের মাঠ পরিদর্শন করছেন এবং আধুনিক এ জাতগুলো ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। দক্ষতার সাথে উপরোক্ত পন্থার সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে যে কোন ফসল উৎপাদনে সর্বাধিক সফলতা দক্ষিণাঞ্চল তথা চরাঞ্চলের জনসাধারণ পেতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন অবিরত উন্নয়ন ও জ্ঞানের প্রসার, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি এবং চাষিদের সম্ভাব্য উৎপাদনশীলতা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন।

v

বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স শুরু

আইডিবি সহায়তাপুষ্ট 'মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প' এর আওতায় বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে সীড প্যাথলোজি ল্যাবের উদ্যোগে শুরু হয়েছে। বিএডিসি, ডিএই, এসসিএ, এসআরডিআই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কর্মকর্তা এবং বেসরকারী বীজ কোম্পানী হতে বীজ ব্যবস্থাপনায় কর্মরত ২০ জন কৃষি স্নাতকধারী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন। কোর্সটি গত ১২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে শুরু হয়েছে এবং ৩ (তিন) মাস ধরে চলবে। এ কোর্সে বীজ প্রযুক্তির অন্তর্গত সব বিষয় কাঠামোগতভাবে বিন্যস্ত করে শিক্ষা দেয়া হয়। ৩ (তিন) মাসে মোট ৩০০ (তিনশত) ঘন্টা ক্লাশ হয়। তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক বিষয়ে ক্লাশ নেয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের বীজ সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা করে একটি থিসিস জমা দিতে হয়। সন্তোষজনকভাবে কোর্স সমাপনকারীকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন যে, কোর্সটি ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ কোর্স হতে লব্ধ জ্ঞান পরবর্তীতে কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে যাতে করে এ ঋণ গ্রহণ সার্থক হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রফেসর ড. ইসমাইল হোসেন জানান যে, এ কোর্সটি ইতোপূর্বে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কোর্সটি হতে অনেকে লাভবান হয়েছেন এবং নিজে বীজ প্রযুক্তিগত জ্ঞান ব্যবহার করছেন। কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোঃ আফজাল হোসেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর বক্তব্যে বলেন, বীজ প্রযুক্তি একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। ভাল বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বীজ বিপণন এর জন্য বীজ প্রযুক্তিগত আধুনিক জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত জরুরি। এ কোর্সটি থেকে এ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। ছাত্রদেরকে কোর্স থেকে সবচেয়ে বেশি শিখবার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি কোর্সটির উদ্বোধনী ঘোষণা করেন।

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের ২০১৫ এবং ২০১৬ মেয়াদের নির্বাচন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের নাম :

ক্রমিক নং	পদের নাম	নির্বাচিতদের নাম
১.	সভাপতি	১। কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল ইসলাম
২.	জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি	১। কৃষিবিদ প্রদীপ চন্দ্র দে
৩.	সহ-সভাপতি	১। কৃষিবিদ রিপন কুমার মণ্ডল
৪.	সাধারণ সম্পাদক	১। কৃষিবিদ এ কে এম ইউসুফ হারুন
৫.	যুগ্ম-সম্পাদক	১। কৃষিবিদ ড. মোঃ ছাদেক হোসেন
		২। কৃষিবিদ মোঃ খালেদ সাইফুল্লাহ
৬.	দপ্তর সম্পাদক	১। কৃষিবিদ রিপন কুমার সিকদার
৭.	প্রচার ও সাংগঠনিক সম্পাদক	১। কৃষিবিদ এ এস এম খায়রুল হাসান শামীম
৮.	কোষাধ্যক্ষ	১। কৃষিবিদ মোঃ ওবায়দুল ইসলাম
৯.	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১। কৃষিবিদ মনিরা রহমান
১০.	সদস্য	১। কৃষিবিদ শিমুল বিকাশ দাস
		২। কৃষিবিদ মোঃ নূরুল হক
		৩। কৃষিবিদ মোঃ নুর মোহাম্মদ মণ্ডল
		৪। কৃষিবিদ আলী আসগর
		৫। কৃষিবিদ আশুতোষ লাহিড়ী
		৬। কৃষিবিদ মোঃ আজহারুল ইসলাম
		৭। কৃষিবিদ মোঃ শওকতুল ইসলাম
		৮। কৃষিবিদ সৈয়দ সারোয়ার জাহান
		৯। কৃষিবিদ মোর্তজা রাশেদ ইকবাল রবি
		১০। কৃষিবিদ ফারজানা আলী
		১১। কৃষিবিদ মোঃ জাহিদুর রহমান

কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল ইসলাম
সভাপতি

কৃষিবিদ এ কে এম ইউসুফ হারুন
সাধারণ সম্পাদক

চলতি মৌসুমে উৎপাদিত ডাল ও তৈল বীজের সংগ্রহমূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তক ১৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৪-১৫ বর্ষে রবি মৌসুমে উৎপাদিত সরিষা, সূর্যমুখি, মসুর, ছোলা, খেসারী, মটর ও ফেলন বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	বীজের নাম	নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজী)	
		ভিত্তি	মানঘোষিত
১।	সরিষা (পিংগল) - টরি ৭, বারি সরিষা -৯, ১১, বিনা ৪,৫,৭,৮ ও (বিএডিসি ১)	৫৪.০০ (চুয়ান্ন)	৫২.০০ (বায়ান্ন)
	সরিষা (হলুদ) - সম্পদ, বারি সরিষা ১৪, ১৫)	৫৬.০০ (ছাপ্পান্ন)	৫৪.০০ (চুয়ান্ন)
২।	সূর্যমুখি	৫৩.০০ (তিপ্পান্ন)	৫১.০০ (একান্ন)
৩।	মসুর	৮৩.০০ (তিরাশি)	৮১.০০ (একাশি)
৪।	ছোলা	৬২.০০ (বাষট্টি)	৬০.০০ (ষাট)
৫।	খেসারী	৩৭.০০ (সাঁইত্রিশ)	৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ)
৬।	মটর	৫০.০০ (পঞ্চাশ)	৪৮.০০ (আটচল্লিশ)
৭।	ফেলন	৫০.০০ (পঞ্চাশ)	৪৮.০০ (আটচল্লিশ)

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের আহ্বায়ক কমিটির কর্মকর্তাদের সচিত্র নামের তালিকা-

মোঃ আঃ লতিফ মিয়া
আহ্বায়ক

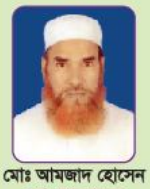

মোঃ আমজাদ হোসেন
যুগ্ম আহ্বায়ক

মোঃ আলী হায়দার
সদস্য সচিব

জান মোহাম্মদ
সদস্য

মোঃ সেলিম
সদস্য

মোঃ আবুল হোসেন মৃধা
সদস্য

গোলাম মোহাম্মদ
সদস্য

মোঃ দিদারুল আলম বিশ্বাস
সদস্য

মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য

মোঃ খালেকুজ্জামান
সদস্য

এম গোলাম মোহাম্মদ
সদস্য

পদোন্নতি

* বিএডিসি'র প্রশাসন পুলের যুগ্ম প্রধান (মনিটরিং) ও প্রধান (মনিটরিং) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব আহমেদ হাসান আল মাহমুদকে প্রধান (মনিটরিং) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* বিএডিসি'র প্রশাসন পুলের ব্যবস্থাপক (তদন্ত) ও মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ ফেরদৌস রহমানকে মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* বিএডিসি'র প্রশাসন পুলের যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা) ও প্রধান (পরিকল্পনা) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজীকে প্রধান (পরিকল্পনা) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* বিএডিসি'র অর্থ পুলের ব্যবস্থাপক (অর্থ) ও মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব রুনা লায়লাকে মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* বিএডিসি'র অর্থ পুলের যুগ্ম হিসাব নিয়ন্ত্রক ও হিসাব নিয়ন্ত্রক পদের অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে হিসাব নিয়ন্ত্রক এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* বিএডিসি'র কৃষি পুলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভাগ, জনাব সুলতান গিয়াস উদ্দিনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ), বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* বিএডিসি'র প্রকৌশল পুলের উপ-প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ সামসুদ্দিনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* বিএডিসি'র প্রকৌশল পুলের উপ-প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ মোজাম্মেল হককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়েছে। তিনি প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর চলতি দায়িত্ব পালন করবেন।

* বিএডিসি'র কৃষি পুলের যুগ্ম পরিচালক (সার) বিএডিসি সিলেটে কর্মরত জনাব মোঃ জোনাব আলীকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগ, বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* বিএডিসি'র কৃষি পুলের যুগ্ম পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প ঢাকায় কর্মরত জনাব মাহফুজ উল হককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, বীজ প্রক্রিয়জাতকরণ বিভাগ, বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* বিএডিসি'র কৃষি পুলের যুগ্ম পরিচালক ও কর্মসূচি পরিচালক, বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচি ঢাকা ও অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ নুরুল হককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার) বিএডিসি, ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

* যুগ্ম পরিচালক (সার) এর কার্যালয়, বিএডিসি, নোয়াখালী দপ্তরে কর্মরত অফিস সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ আমিনউল্যা গত ২৩-০৪-২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.... রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/ল্যাব), বিএডিসি, ঢাকা জোন দপ্তরে কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব খাজা ফজলুল করিম কিবরিয়া গত ০৪ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ....রাজিউন)।

* যুগ্ম পরিচালক (উদ্যান), উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, বিএডিসি ঝুমঝুমপুর যশোর দপ্তরের অফিস সহকারী বনাম মুদ্রক্ষারিক জনাব শেখ আব্দুস সামাদ ঐচ্ছিক অবসররত অবস্থায় গত ০৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি....রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, ঝালকাঠি (ক্ষুদ্রসেচ) জোনে কর্মরত দারোয়ান জনাব মোঃ আতাহার আলী খলিফা গত ০৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ....রাজিউন)।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ) এর কার্যালয় বিএডিসি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কঃ গ্রো জোন দপ্তরে কর্মরত দারোয়ান জনাব আব্দুল মতিন গত ১৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, বগুড়া জোন দপ্তরের আওতাধীন শেরপুর (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিটের পিআরএল ভোগরত সহকারী মেকানিক এ.কে.এম লুৎফর রহমান গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ....রাজিউন)।

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ৬১ হাজার ৪৯৩ মে:টন সার বরাদ্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) মার্চ-এপ্রিল/২০১৫ মোট ৬১ হাজার ৪৯৩ মে:টন সার বরাদ্দ দিয়েছে। কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে ৫৮ হাজার ৯৯৮ মে:টন (প্রায়) সার। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ২২,৯০৮ মে:টন, এমওপি ৩৩,৭৩৫ মে:টন এবং ডিএপি ৪,৮৫০ মে:টন। ১ মে ২০১৫ তারিখ মজুদ সারের পরিমাণ ৪০০,৯২৮.১০ মে:টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি

জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষিতে করণীয় ঃ

ধান : চাষী ভাইয়েরা, আশা করি এ মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান কাটা শেষ করেছেন। ধান কেটে জাগ দিয়ে বা গাদা করে না রেখে পরিস্কার শুকনো উঠানে থ্রেসার দিয়ে মাড়াই করে দ্রুত শুকিয়ে নিলে বীজ ও ধানের রঙ ও মান ভাল থাকে। এতে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়। গরু দিয়ে না মাড়িয়ে ব্রি উদ্ভাবিত থ্রেসার দিয়ে ধান মাড়াই করলে শ্রমিক খরচ অনেক সাশ্রয় করা সম্ভব। নিচু জমিতে যেখানে বন্যার পানি হয় সেখানে বোরো চাষ করে থাকলে ধান কাটার আগে বা পরে জলি আমন ধান ছিটিয়ে দিন। এতে বিনা পরিশ্রমে অতিরিক্ত একটি ফসল পাওয়া যাবে। এ মাসের প্রথম দিকে আউশ ধানের চারা রোপন করা যায়। আগে লাগানো আউশ ক্ষেতের আগাছায় নিড়ানী দিতে হবে। আউশ ধানের আগাছা অন্য যে কোন ফসল থেকে বেশি হয় বিধায় আগাছা নিধনে বিশেষ নজর দিতে হবে। নিড়ানো শেষে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সারের উপরি প্রয়োগ করুন। সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে আমন ধানের বীজ তলা তৈরির কাজ শুরু করা যেতে পারে। আসন্ন আমন মৌসুমে কি ধরণের জাত চাষ করবেন এখনই তার বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সংগ্রহ করে ঝেড়ে রোদ দিয়ে রাখুন। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর ১০, বিআর ১১, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়।

পাট : পাটের জমিতে এ সময় আগাছা পরিস্কার করতে হবে। জমিতে সুস্থ সবল চারা রেখে অতিরিক্ত চারা পাতলা করে দিতে হবে। ফাল্গুনী তোষা পাটের বয়স দেড় মাস হলে একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ সমস্ত জমিতে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা আক্রমণ করতে পারে। ডিমের গাদা কীড়ার দলা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার্থে কীটনাশক যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

ডাল ও তৈল : বাদাম, সয়াবিন, ফেলন, তিল ও মুগ ফসল পরিপক্ক হলেই সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। পরিপক্ক ফসল কেটে এনে ভাল ভাবে শুকিয়ে মাড়াই করলে বীজের মান ভাল থাকে। কম শুকানো অবস্থায় মাড়াই করলে আঘাতজনিত কারণে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ও জীবনী শক্তি কমে যায়। সংগৃহীত বীজ ভাল করে শুকিয়ে আদ্রতা ৯-১০ শতাংশে এনে বায়ুবদ্ধ পরিস্কার পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলমূল : আম, জাম, লিচু, কাঁঠালসহ অসংখ্য ফল পাওয়া যায় বলে এ মাসকে মধু মাস বলে। মৌসুমী ফলগুলো পচনশীল বলে এগুলো সংগ্রহ করার সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ফলের গায়ে কোন আঘাত বা আচঁড় না লাগে। ফল সংগ্রহ করে পঁচা ও নিম্নমানের ফল আলাদা করে কাঠের বা কাগজের বাক্স বা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে ফল বাজারজাত করতে হবে। এতে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়।

শাকসজী : বৈশাখে লাগানো ঢেঁড়শ, বেগুন, করলা, ঝিংগা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটল, কাকরোল, মিষ্টি কুমড়া, লালশাক, পুইশাক অন্যান্য সজ্বীর যত্ন নিন। লতানো গাছে মাচা দেয়ার ব্যবস্থা করুন। গোড়া পরিষ্কার করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করুন। গাছের গুঁড়ি হতে একটু দূরত্বে মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসেও উপরোক্ত সজীর আবাদ শুরু করতে পারেন।

আষাঢ় মাসে কৃষিতে করনীয় :

ধান : সময়মত রবি ফসলের আবাদ করতে চাইলে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই বীজ তলায় আমন বীজ বপণ করতে হবে। বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। ১ মিটার চওড়া প্রয়োজন মত লম্বা প্লটে থকে থকে কাদা করে বীজতলা তৈরি করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য পাশাপাশি দুটি প্লটের মধ্যে ০.২৫ মিটার চওড়া ৬ ইঞ্চি নালা রাখতে হবে। এ ভাবে তৈরি বীজ তলায় সুস্থ সবল, বালাইমুক্ত ৮০% গজানো ক্ষমতা সম্পন্ন আমন বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সরবরাহ করে ৮০-১০০ গ্রাম/বর্গমিটার হারে ছিটিয়ে বুনতে হবে। ভাল চারা পেতে হলে প্রতি বর্গমিটার বীজ তলার জন্য ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি ও ১০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করতে হবে। যে কোন সময় বর্ষা আসতে পারে বিধায় আউশ ধান ৮০% পেকে গেলেই কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই ও শুকিয়ে ফেলতে হবে। আউশ ধানের চিড়া-মুড়ি সুস্বাদু ও বাজারে চাহিদা থাকায় চাষি ভাই এ কাজে একটু কৌশল খাটিয়ে ভাল লাভ করতে পারেন।

পাট : পাটের জমিতে এ সময় বিছে পোকা, ঘোড়া পোকা, চেলে পোকা, ক্ষুদে মাকড়সা এবং পাতায় হলদে রোগসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিমের গাদা বা ছোট লার্ভা সমেত পাতা সংগ্রহ করে নষ্ট করে দিতে হবে। পোকা দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। তবে যেখানে বন্যার পানি বেশি হয় সেখানে তার আগেই পাট কাটা যেতে পারে।

ভুট্টা : পরিপক্ক হবার পর খরিফ-১ এ লাগানো ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করা যায়। রোদ না থাকলে সংগৃহীত ভুট্টার মোচা কেটে ঘরের বারান্দায় বা ভেতরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং পরে রোদ হলে শুকিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

শাক-সজী : গ্রীস্মে লাগানো ডাঁটা, পুই, ঝিঙ্গা, শসা, কুমড়ো, চিচিঙ্গা, কাকরোল ইত্যাদি সজীর বাড়ন্ত লতায় প্রয়োজনীয় মাচা দিতে হবে। গোড়া পরিস্কার করে মাটি দিতে হবে যাতে পানিতে শেকর ভেসে না যায়। মনে রোখতে হবে, লতানো সজীর গাত্র বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যাবে। সেজন্য বেশি বৃদ্ধি সম্পন্ন লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশ লতা-পাত কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ফল ধরে।

নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্করকে বিএডিসিতে যোগদান উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান

বিএডিসি বৃহত্তর ঢাকা সমিতি

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি

বিএডিসি কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-চাঁদপুর কল্যাণ সমিতি

বিএডিসি'র অডিট বিভাগ

বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারীলীগ (সিবিএ)

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড

গাবতলীতে বিএডিসি'র বীজ গুদাম পরিদর্শন করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব ইউনুসুর রহমান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক বীজ উইং জনাব আনোয়ার ফারুকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপির সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

বিএডিসি'র চেয়ারম্যানকে একুশে বইমেলা ২০১৫ তে প্রকাশিত বই উপহার দিচ্ছেন সবজী বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সিবিএ এর সহসভাপতি জনাব মোঃ সামছুল হক

সিবিএ গাজীপুর জেলা দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক দেওয়ান জালাল উদ্দিন। মঞ্চে উপবিষ্ট জেলা সভাপতি মোঃ শাহ আলম খান, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ সামছুল হক, যুগ্ম-সম্পাদক আবুল বাশার খান, দপ্তর সম্পাদক মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও প্রচার সম্পাদক মোঃ সেলিম

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

বিএডিসি'র গাবতলী বীজ পরীক্ষাগারে ধান বীজ পর্যবেক্ষণ করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব ইউনুসুর রহমান

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিতিমূলক সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকার সবজী

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত রাবার ড্যাম ও বারিড পাইপের মডেল

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত মিষ্টি মরিচ

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত মিষ্টি তেতুল

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত আনারস

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ক্যাপসিকাম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।